أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 104) www.motaher21.net

وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا

" তাদের সুসংবাদ দাও ।"

" Give glad tidings."

সুরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৫

وَ بَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِیْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَ اُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ وَ لَهُمْ فِیْهَاۤ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۙ وَّ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ

আর হে নবী, যারা এ কিতাবের ওপর ঈমান আনবে এবং (এর বিধান অনুযায়ী) নিজেদের কার্যধারা সংশোধন করে নেবে তাদেরকে এ মর্মে সুখবর দাও যে, তাদের জন্য এমন সব বাগান আছে যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে ঝর্ণাধারা। সেই বাগানের ফল দেখতে দুনিয়ার ফলের মতই হবে। যখন কোন ফল তাদের দেয়া হবে খাবার জন্য, তারা বলে উঠবেঃ এ ধরনের ফলই ইতিপূর্বে দুনিয়ায় আমাদের দেয়া হতো। তাদের জন্য সেখানে থাকবে পাক-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।

২৫ নং আয়াতের তাফসীর:

মু'মিন ব্যক্তিদের প্রতিদান

কাফির ও ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি ও লাঞ্ছনার বর্ণনা দেয়ার পর এখানে মু'মিন ও সৎলোকদের প্রতিদান, সাওয়াব ও সম্মানের অর্থ এটাই যে, এতে প্রত্যেক বিষয় জোড়া জোড়া রয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণও উপযুক্ত

জায়গায় দেয়া হবে। ভাবার্থ এই যে, ঈমানের সাথে কুফরের এবং কুফরের সাথে ঈমানের, সাওয়াবের সাথে পাপের ও পাপের সাথে সাওয়াবের বর্ণনা অবশ্যই আসে। যে জিনিসের বর্ণনা দেয়া হয় সাথে সাথে তার বিপরীত জিনিসেরও বর্ণনা দেয়া হয়। কোন জিনিসের বর্ণনা দিয়ে কোন জায়গায় তার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়। مُتَشَابِه এ রকমই।

মহান আল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়া। হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেখানে নদী বা ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, কিন্তু গর্ত নেই। অন্য হাদীসে আছে যে, কাওসার নদীর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ আছে, তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভি, তার কুচি পাথরগুলো হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করে যেন আমাদেরকে ঐ নি'য়ামত দান করেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল ও দয়ালু। হাদীসে আছেঃ

أنهار الجنة تُفَجَّر من تحت تلال -أو من تحت جبال-المسك

জান্নাতের নদীগুলো মুশ্কের পাহাড়ের নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৮৭) মাশরুফ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৮৮)

ক্বুরআন কারীম প্রত্যেক স্থানে বিশ্বাস তথা ঈমানের সাথে সাথে সৎকর্ম তথা নেক আমলের কথা উল্লেখ ক'রে এ কথা পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, ঈমান এবং নেক আমল পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেক আমল ব্যতীত ঈমান ফলপ্রসূ নয় এবং আল্লাহর নিকট ঈমান ছাড়া নেক আমলের কোন গুরুত্ব নেই। আর নেক আমল তখনই নেক আমল বলে গণ্য হবে, যখন তা সুন্নত (নবী (সাঃ)-এর তরীকা) অনুযায়ী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য খাঁটি নিয়তে করা হবে। সুন্নত পরিপন্থী আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ খ্যাতি লাভ ও লোক দেখানোর জন্য কৃত আমলও প্রত্যাখ্যাত।

অর্থাৎ এ ফলগুলো নতুন ও অপরিচিত হবে না। দুনিয়ায় যেসব ফলের সাথে তারা পরিচিত ছিল সেগুলোর সাথে এদের আকার আকৃতির মিল থাকবে। তবে হ্যাঁ এদের স্বাদ হবে অনেক গুণ বেশী ও উন্নত পর্যায়ের। যেমন ধরুন আম, কমলা ও ডালিমের মতো হবে অনেকগুলো ফল। জান্নাতবাসীরা ফলগুলো দেখে চিনতে পারবে – এগুলো আম, এগুলো কমলা এবং এগুলো ডালিম। কিন্তু স্বাদের দিক দিয়ে দুনিয়ার আম, কমলা ও ডালিমকে এর সাথে তুলনাই করা যাবে না।

আবার কুরআনের প্রত্যেক স্থানে ঈমানের সাথে সাথে সৎ কর্ম তথা নেক আমলের কথা উল্লেখ করে এ কথা পরিস্কার করে দিয়েছেন যে, ঈমান এবং নেক আমল পরস্পর অবিচ্ছেদ্য অংশ। নেক আমল ব্যতীত ঈমান

ফলপ্রসূ নয় এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট ঈমান ছাড়া নেক আমলের কোন গুরুত্ব নেই। আর নেক আমল তখনই নেক আমল বলে গণ্য হবে যখন তা সুন্নাত মোতাবেক হবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে করা হবে। সুন্নাত পরিপন্থী আমল গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ খ্যাতি লাভ ও লোক দেখানোর জন্য কৃত আমলও প্রত্যাখ্যাত। তাই যারা ঈমানের সাথে সুন্নাত মোতাবেক আমল করবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। অত্র নদীসমূহের প্রকার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۬ وَ اَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى)

"যার মধ্যে বহমান থাকবে পরিস্কার পানির নহর, এমন দুধের নহর যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হয় না, এমন শরাবের নহর যারা পান করে তাদের জন্য সুস্বাদু এবং এমন মধুর নহর যা খাঁটি ও স্বচ্ছ।" (সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৫)

জান্নাতের তলদেশ দিয়ে বয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে তার বৃক্ষরাজী ও অট্টালিকার নিম্নদেশ দিয়ে নদী বয়ে যাওয়া। (ইবনু কাসির, তাফসীর অত্র আয়াত)

অন্য হাদীসে এসেছে ''হাওজে কাউসার"-এর দু'ধারে খাঁটি মুক্তার গম্বুজ থাকবে। তার মাটি হচ্ছে খাঁটি মৃগনাভী, তার কুচি পাথরগুলো হচ্ছে মণি-মুক্তা ও অতি মূল্যবান পাথর। (সহীহ বুখারী; কিতাবুত তাফসীর হা:৪৯৬৪, সহীহ মুসলিম হা: ১৬২, ৪০০)

জান্নাতের ফল-মূলের সাথে সাযুজ্য

জান্নাতবাসীদের এই কথাঃ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ 'ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিলো' এর ভাবার্থ এই যে, দুনিয়ায়ও তাদেরকে এই ফলগুলো দেয়া হয়েছিলো। তাদের এটা বলার কারণ এই যে, বাহ্যিক আকার-আকৃতিতে এটি সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর (রহঃ) বলেন যে, জান্নাতের ঘাস হচ্ছে জাফরান এবং পাহাড়গুলো হচ্ছে মিশ্ক আম্বরের। ছোট ছোট সুন্দর চেহারা পরিবর্তনহীন ছেলেরা ফল এনে হাযির করবে এবং তারা খাবে। আবার আনলে তারা বলবেঃ এটা এখনই তো খেলাম। তারা উত্তর দিবেঃ জনাব! রং ও রূপ তো এক, কিন্তু স্বাদ পৃথক, খেয়ে দেখুন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৯০) খেয়েই তারা আরো সুস্বাদু অনুভব করবে। সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার এটাই অর্থ। ইকরামাহ (রহঃ) বলেনঃ দুনিয়ার ফলের সাথে এবং নামে ও আকারে সাদৃশ্য থাকবে, কিন্তু স্বাদ হবে পৃথক। (তাফসীর তাবারী ১/৩৯১)

(كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا)

‘যখনই তা হতে তাদেরকে রিযিক হিসেবে ফলসমূহ প্রদান করা হবে’অর্থাৎ যখনই জান্নাতিদেরকে জান্নাত হতে জীবিকাস্বরূপ ফলমূল প্রদান করা হবে তখনই তারা বলবে- এটা তো ইতোপূর্বে আমাদেরকে দুনিয়াতেও দেয়া হয়েছে।

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদের জন্য যে উদ্যান তৈরি করে রেখেছেন যখন তার গাছপালা থেকে তাদেরকে ফলমূল প্রদান করা হবে তখন তারা বলবে- এগুলো তো দুনিয়াতেও আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল।

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, জান্নাতবাসীদের এ কথা “ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল” এর অর্থ হচ্ছে যখনই তাদেরকে জান্নাতে ফলমূল প্রদান করা হবে তখন তারা বলবে, এগুলো তো দুনিয়ায় আমাদেরকে দেয়া হয়েছে (বর্ণনাটি হাসান)। (তাফসীর তবারী: ১/২৩৮-৯)

ইবনু জারীর (রহঃ) বলেন, অন্যরা বলেছেন এর ব্যাখ্যা হল, জান্নাতীরা বলবে- ফলগুলো ইতোপূর্বে আমাদেরকে দেয়া হয়েছে। একথা তাদের বলার কারণ হল তারা জান্নাতের ফলগুলো দুনিয়ার ফলের সদৃশ দেখতে পাবে। (তাফসীর তবারী: ১/২৮৯) যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: জান্নাতে যা কিছু আছে তা দুনিয়ার সাথে কেবল নামে সদৃশ। কারণ জান্নাতের নেয়ামতের ব্যাপারে হাদীসে এসেছে: (এমন নেয়ামত যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোন মানুষের অন্তরে তার সঠিক ধারণার উদয় হয়নি। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৭৯, ৪৭৮০)

ইমাম আওযায়ী (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাতীর কাছে এক পেয়ালা ভর্তি সরবত নিয়ে আসা হবে, সে তা খাবে। আরেক পেয়ালা ভর্তি নিয়ে আসা হলে সে বলবে এটা তো এখন পান করলাম। ফেরেশতারা বলবে, পান করতে থাকুন। কেননা এর রং অভিন্ন এবং স্বাদ ভিন্ন।

তিনি আরো বলেন- জান্নাতের ঘাস হবে জাফরান, আর পাহাড়গুলো হবে মেশকে আম্বার। ছোট ছোট সুন্দর বালক ফলমূল নিয়ে জান্নাতিদের কাছে আসবে আর তারা খাবে। আবার নিয়ে আসবে তখন জান্নাতীরা বলবে এখনই তো খেলাম। তখন বালকরা বলবে- খেতে থাকুন, এর রং অভিন্ন কিন্তু স্বাদ ভিন্ন।

মূল আরবী বাক্যে ‘আযওয়াজ’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে ‘যওজ’। এর অর্থ হচ্ছে ‘জোড়া’। এ শব্দটি স্বামী ও স্ত্রী উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। স্বামীর জন্য স্ত্রী হচ্ছে ‘যওজ’। আবার স্ত্রীর জন্য স্বামী হচ্ছে ‘যওজ’। তবে আখেরাতে ‘আযওয়াজ’ অর্থাৎ জোড়া হবে পবিত্রতার গুণাবলী সহকারে। যদি দুনিয়ায় কোন সৎকর্মশীল পুরুষের স্ত্রী সৎকর্মশীলা না হয় তাহলে আখেরাতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে ঐ সৎকর্মশীল পুরুষটিকে অন্য কোন সৎকর্মশীলা স্ত্রী দান করা হবে। আর যদি দুনিয়ায় কোন স্ত্রী হয় সৎকর্মশীলা এবং তার স্বামী হয় অসৎ তাহলে আখেরাতে ঐ অসৎ স্বামী থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে কোন সৎপুরুষকে তার স্বামী হিসেবে দেয়া হবে। তবে যদি দুনিয়ায় কোন স্বামী-স্ত্রী দু’জনই সৎকর্মশীল হয় তাহলে আখেরাতে তাদের এই সম্পর্কটি চিরন্তন ও চিরস্থায়ী সম্পর্কে পরিণত হবে।

(وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ)

“সেখানে তাদের জন্য থাকবে পুতঃপবিত্র সঙ্গিণী”জান্নাতীরা জান্নাতে যা কিছু পাবে তার অন্যতম হল পবিত্রা স্ত্রী। অন্যত্র জান্নাতী স্ত্রীদের গুণাবলী বর্ণনা করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ)

“তারা (জান্নাতী স্ত্রীগণ) যেন হীরা ও মতি।”(সূরা রহমান ৫৫:৫৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

(وَحُورٌ عِينٌ - كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُون)

“আর (তাদের জন্য থাকবে) সুন্দর আনতনয়না হূর, সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ,” (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:২২-২৩)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا)

“আরও আছে সমবয়স্কা, পূর্ণ যৌবনা তরুণী।” (সূরা নাবা ৭৮:৩৩) এছাড়াও অনেক আয়াত রয়েছে যাতে জান্নাতী নারীগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। (আযওয়াউল বায়ান, অত্র আয়াতের তাফসীর)

এ জান্নাতী স্ত্রীগণ চরিত্রগত, গঠনগত, ভাষাগত ও সৃষ্টিগতভাবে সকল দিক দিয়ে পুতঃপবিত্র।

চরিত্রগত পবিত্র হল- তারা হবে পূর্ণযৌবনা-কুমারী, স্বামী সোহাগিণী, উত্তম আচরণকারিণী ও স্বামীর পূর্ণ আনুগত্যশীলা। গঠনগত পবিত্র হল- মাসিক, নিফাস, বীর্য, প্রশ্রাব-পায়খানা, থুথু, নাকের ময়লা ও দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র। পূর্ণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী, তাদের কোন ত্র“টি ও কদর্যতা থাকবে না। ভাষাগত পবিত্র হল- তারা কোন কটুবাক্য বলবে না। সৃষ্টিগত পবিত্র হল- তারা হবে টানাটানা চোখবিশিষ্ট আনতনয়না, তারা স্বামী ছাড়া অন্য কারো দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাবে না।

(وَّهُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ)

‘সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।’অর্থাৎ জান্নাতীরা জান্নাতে চিরকাল থাকবে, কোন দিন সেখান থেকে বের হবে না। হাদীসে এসেছে: জান্নাতীরা জান্নাতে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে চলে যাবার পর একজন ফেরেশতা ঘোষণা দেবে, হে জাহান্নামীরা! আর মৃত্যু নেই। হে জান্নাতীরা! আর মৃত্যু নেই। যারা যে অবস্থায় আছ, সব সময় ঐ অবস্থাতেই থাকবে। (সহীহ বুখারী হা: ৬৫৪৪, সহীহ মুসলিম হা: ২৮৫০)

জান্নাতের স্ত্রীগণ হবেন পূতপবিত্র

মহান আল্লাহ বলেনঃ وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ‘আর তাদের জন্য তন্মধ্যে শুদ্ধা সহধর্মিনীগণ রয়েছে।’ ইবনু আবূ তালহা (রহঃ) বলেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হচ্ছে তারা অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র। (তাফসীর তাবারী ১/২৯৫) মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ তারা হলো মাসিক, প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দেয়া, প্রস্রাব, বীর্য, থুথু এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (তাফসীর তাবারী ১/৩৯৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেন, তা হলো অশুচি এবং পাপ। তিনি অন্যত্র বর্ণনা করেছেন যে, তা হলো মাসিক এবং গর্ভ ধারণ থেকে পবিত্র। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৯১) ‘আতা (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আবূ সালিহ (রহঃ), ‘আতিয়্যাহ (রহঃ) এবং সুদ্দীও (রহঃ) অনুরূপ বলেছেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৯২)

وَّهُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ‘তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে’ অর্থাৎ চূড়ান্ত ও স্থায়ী শান্তি একমাত্র ঈমানদার ব্যক্তিই লাভ করবে, তারা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করবে না এবং অফুরন্ত নি‘য়ামত লাভ করবে, যা কখনো নিঃশেষে হবে না কিংবা ছিনিয়ে নেয়া হবে না।

আমরাও মহান আল্লাহর কাছে এরূপ নি'য়ামতের প্রার্থনা করছি, তিনি তো অত্যন্ত অনুগ্রহকারী, দয়ালু ও মহানুভব।

অত্র আয়াতে ৪টি জিনিসের কথা বলা হয়েছে-

১. সুসংবাদ দাতা- তিনি হলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম), তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবে উম্মাতের ব্যক্তিবর্গ।

২. সুসংবাদ প্রাপ্ত- তারা হল সৎ আমলকারী মু'মিনগণ।

৩. যে জিনিসের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তা হল নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

৪. এ সুসংবাদ পাওয়ার মাধ্যম- তা হল ঈমান ও সৎ আমল। (তাফসীরে সা'দী: পৃ. ২৩)

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ঈমান ও আমল অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই ঈমানের সাথে আমল অবশ্যই থাকতে হবে।

২. যারা ঈমান আনবে ও সৎ আমল করবে তাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত।

৩. জান্নাতী স্ত্রী ও খাদ্যের বৈশিষ্ট্য অবগত হলাম।

সূরা: আল-বাক্বারাহ

আয়াত নং :-২৬

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖۤ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَ اَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَا ذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَ مَا يُضِلُّ بِهٖۤ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ

অবশ্য আল্লাহ লজ্জা করেন না মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ কোন জিনিসের দৃষ্টান্ত দিতে। যারা সত্য গ্রহণকারী তারা এ দৃষ্টান্ত –উপমাগুলো দেখে জানতে পারে এগুলো সত্য, এগুলো এসেছে তাদের রবেরই পক্ষ থেকে, আর যারা (সত্যকে) গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয় তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের দৃষ্টান্ত –উপমার সাথে

আল্লাহর কী সম্পর্ক? এভাবে আল্লাহ একই কথার সাহায্যে অনেককে গোমরাহীতে লিপ্ত করেন আবার অনেককে দেখান সরল সোজা পথ।

২৬ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

এ আয়াতের ব্যাপারে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য বর্ণনা হল- ইবনু আব্বাস (রাঃ), ইবনু মাসউদ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী হতে বর্ণিত যে,

(مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا)

"এদের দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির দৃষ্টান্তের ন্যায় যে আগুন জ্বালালো" এ আয়াত ও

(أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيْهِ ظُلُمَاتٌ)

"অথবা তাদের দৃষ্টান্ত আকাশ হতে পানি বর্ষণের ন্যায় যাতে রয়েছে অন্ধকার" এ আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হলে মুনাফিকরা বলতে লাগল, এরূপ উদাহরণ বর্ণনা করা থেকে আল্লাহ মহান ও সম্মানিত। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

কাতাদাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ তা'আলা মাকড়সা ও মাছির কথা উল্লেখ করলেন, মুশরিকরা বলল- এ মাকড়সা ও মাছির কথা উল্লেখ করা কী দরকার? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। (লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবে নুযূল পৃ. ১৮)

(فَمَا فَوْقَهَا)

'তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর'এর দু'টি অর্থ হতে পারে: একটি হল এই যে, ওর চেয়েও হালকা ও নগন্য জিনিস। যেমন কেউ কোন লোকের কৃপণতা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলে অন্যজন বলে যে, সে আরও ওপরে। তখন ভাবার্থ এই হয় যে, এ দোষে সে আরও নীচে নেমে গেছে। একটি হাদীসে এসেছে:

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَزِنُ عِنْدَاللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَي كَافِرًا مِنْهَا شُرْبَةً مِنْ مَاءٍ

যদি দুনিয়ার কদর আল্লাহ তা'আলার কাছে একটি মশার ডানার সমানও হত তাহলে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না। (তিরমিযী হা: ২৩২, হাকিম হা: ৩০৬, হাদীসটি দুর্বল)

দ্বিতীয় অর্থ এই যে, এর চেয়ে বেশি বড়। কেননা মশার চেয়ে ছোট প্রাণী আর কী হতে পারে? সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, যদি কোন মুসলিম কাঁটাবিদ্ধ হয় বা তার চেয়েও বেশি কষ্ট পায়, এজন্য তার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং পাপ মোচন হয়। (সহীহ মুসলিম হা: ১৯৯১)

আয়াতের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, যেমন এ ছোট-বড় জিনিসগুলো সৃষ্টি করতে আল্লাহ তা'আলা লজ্জাবোধ করেননি, তেমনই ওগুলোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ও সংকোচ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ ۭ اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّلَوِ اجْتَمَعُوْا لَهٗ ۭ وَاِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـــًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ۭ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ)

"হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগসহকারে সেটা শ্রবণ করো- তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশ্যে তারা সকলে একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তাদের নিকট হতে, এটাও তারা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। অন্বেষক ও অন্বেষিত কতই দুর্বল।" (সূরা হজ্ব ২২:৭৩)

পূর্ব যুগের কোন মনীষী বলেছেন: "যখন আমি কুরআন মাজীদের কোন দৃষ্টান্ত শুনি এবং বুঝতে পারি না তখন আমার কান্না এসে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, এ দৃষ্টান্তগুলো শুধু জ্ঞানিরাই বুঝে থাকে।"

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, দৃষ্টান্ত ছোট হোক আর বড় হোক ঈমানদারগণ এর ওপর ঈমান এনে থাকে, একে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এর দ্বারা সুপথ পেয়ে থাকে।

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন:

(فَأَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ)

এর অর্থ হচ্ছে: "মু'মিনরা জানে যে, এটা দয়াময় আল্লাহর কথা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে।" (সূরা বাকারাহ ২:২৬)

মুজাহিদ, হাসান বসরী, রাবী বিন আনাস এরূপ বর্ণনা করেছেন। (ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

বিশিষ্ট মুফাসসির আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন: উক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে- মু'মিনরা তা অনুধাবন করে এবং তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। তারা যদি জানতে পারে এতে বিস্তারিত কিছু রয়েছে তাহলে তার মাধ্যমে তাদের ঈমান আরও বৃদ্ধি পায়। অন্যথায় অবগত হয় যে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে সত্য এবং যা কিছু বিস্তাতির রয়েছে তাও সত্য। আর যদি তাদের কাছে কিছু বোধগম্য না হয় তাহলে তারা এটাই বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন দৃষ্টান্ত অযথা বর্ণনা করেননি। (তাফসীরে সা'দী: ২৪)

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا)

"আর যারা কাফির- সর্বাবস্থায় তারা বলে এসব নগণ্য বস্তুর উপমা দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্যই বা কী? যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে সূরা মুদ্দাসসিরে বলেন:

(وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ)

"আমি ফেরেশতাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী করেছি কাফিরদের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে আহলে কিতাবের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, ঈমানদারদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসী ও আহলে কিতাবগণ যেন সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবেঃ আল্লাহ্ এ বর্ণনা দ্বারা কী বুঝাতে চেয়েছেন? এভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।" (সূরা মুদ্দাসসির ৭৪:৩১)

আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন: এর ভাবার্থ হচ্ছে তারা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। ফলে তাদের কুফরীর সাথে আরো কুফরী বৃদ্ধি পায় যেমন মু'মিনদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا)

"তিনি এর দ্বারা অনেককে বিপদগামী করে থাকেন এবং এর দ্বারা অনেককে সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।"

এ হল কুরআন অবতীর্ণের সময় মু'মিন ও কাফিরদের অবস্থা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَاِذَا مَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖٓ اِيْمَانًا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَزَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ۞ وَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوْا وَهُمْ كٰفِرُوْنَ)

"যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে 'এটা তোমাদের মধ্যে কারো ঈমান বৃদ্ধি করলো?'যারা মু'মিন এটা তাদেরই ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারাই আনন্দিত হয়। এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, এটা তাদের কলুষের সাথে আরও কলুষ যুক্ত করে এবং তাদের মৃত্যু ঘটে কাফির অবস্থায়।" (সূরা তাওবাহ ৯:১২৪-১২৫)

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পাপিষ্ঠদের পথভ্রষ্ট করার হিকমত ও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ)

"তিনি এর দ্বারা কেবল ফাসিকদেরকেই পথভ্রষ্ট করেন।" অর্থাৎ যারা আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার হিকমতের দাবি হল এটাই- যারা হিদায়াতের অযোগ্য, অনুপোযোগী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা আর যারা ঈমানের গুণে গুণান্বিত ও সৎ আমলে অলঙ্কৃত তাদেরকে হিদায়াত প্রদান করা।

"فاسق" ফাসিক অবাধ্য দু'প্রকার:

১. এমন অবাধ্য হওয়া যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়। যেমন এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এমন অবাধ্য হওয়া যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না কিন্তু অপরাধী হয় এবং ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا)

"যদি কোন ফাসিক লোক তোমাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে আসে তাহলে এর সত্যতা যাচাই করে নিও।" (সূরা হুজুরাত ৪৯:৬, তাফসীরে সা'দী: পৃ. ২৪)

ইবনু আব্বাস, ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, "يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا"এর দ্বারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেন অর্থাৎ মুনাফিকদেরকে। আবুল আলিয়াও এ রকম বলেছেন।

ইবনু আবি হাতিম সা'দ হতে বর্ণনা করেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল "খাওয়ারিজ"। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সুতরাং কুরআনে যা কিছু উল্লেখ আছে প্রকৃত মু'মিনরা তা দ্বারা উপকৃত হয় এবং তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুনাফিক ও কাফিররা কুরআনের যে কোন বিষয়ে নিয়ে তাচ্ছিল্য করে, ফলে তাদের কুফরী আরো বৃদ্ধি পায়। যা আল্লাহ তা'আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন

(نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰي)

"আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দেব যে দিক সে অবলম্বন করবে।"(সূরা নিসা ৪:১১৫) এবং হাদীসে এসেছে

كُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ

অর্থাৎ প্রত্যেকের জন্য সে জিনিস সহজ করা হয় যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ৪৯৪৯)

এখানে একটি আপত্তি ও প্রশ্নের উল্লেখ না করেই তার জবাব দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য সুস্পষ্ট করার জন্য মশা, মাছি ও মাকড়শা ইত্যাদির দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। বিরোধীরা এর ওপর আপত্তি

উঠিয়েছিল, এটা কোন্ ধরনের আল্লাহর কালাম যেখানে এই ধরনের তুচ্ছ ও নগণ্য জিনিসের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে? তারা বলতো, এটা আল্লাহর কালাম হলে এর মধ্যে এসব বাজে কথা থাকতো না।

অর্থাৎ যারা কথা বুঝতে চায় না, সত্যের মর্ম অনুসন্ধান করে না, তাদের দৃষ্টি তো কেবল শব্দের বাইরের কাঠামোর ওপর নিবদ্ধ থাকে এবং ঐ জিনিসগুলো থেকে বিপরীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সত্য থেকে আরো দূরে চলে যায়। অপর দিকে যারা নিজেরাই সত্য সন্ধানী এবং সঠিক দৃষ্টিশক্তির অধিকারী তারা ঐ সব কথার মধ্যে সূক্ষ্ম জ্ঞানের আলোকচ্ছটা দেখতে পায়। এ ধরনের জ্ঞানগর্ভ কথা আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে বলে তাদের সমগ্র হৃদয় মন সাক্ষ্য দিয়ে ওঠে।

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং অন্য আরো কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। যখন ওপরের তিনটি আয়াতে মুনাফিকদের দু’টি দৃষ্টান্ত বর্ণিত হলো অর্থাৎ আগুন ও পানি, তখন তারা বলতে লাগলো যে, এরকম ছোট ছোট দৃষ্টান্ত মহান আল্লাহ কখনো বর্ণনা করেন না। তার প্রতিবাদে মহান আল্লাহ এই আয়াত দু’টি অবতীর্ণ করেন। (তাফসীর তাবারী ১/৩৯৮) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, যখন কুর’আনুল হাকীমে মাকড়সা ও মাছির দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়, তখন মুশরিকরা বলতে থাকে যে, কুর’আনের মতো মহান আল্লাহর কিতাবে এরকম নিকৃষ্ট প্রাণীর বর্ণনা দেয়ার প্রয়োজন কী? তাদের এ কথার উত্তরে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় এবং বলা হয় যে, সত্যের বর্ণনা দিতে মহান আল্লাহ আদৌ লজ্জাবোধ করেন না। তা কমই হোক বা বেশিই হোক। (তাফসীর তাবারী ১/৩৯৯)

পৃথিবীর জীবন যাপনের সাথে তুলনামূলক আলোচনা

রাবী‘ ইবনু আনাস (রহঃ) বলেন যে, এটা একটা মযবূত দৃষ্টান্ত, যা দুনিয়ার দৃষ্টান্তরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মশা ক্ষুধার্ত থাকা পর্যন্ত জীবিত থাকে এবং মোটা তাজা হলেই মৃত্যু বরণ করে। এ রকমই এ লোকেরাও যখন ইহলৌকিক সুখ সম্ভোগ প্রাণভরে ভোগ করে তখনই মহান আল্লাহ তাদেরকে ধরে ফেলেন। যেমন মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

﴿فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ﴾

অতঃপর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ ও নাসীহত দেয়া হয়েছিলো, তা যখন তারা ভুলে গেলো তখন আমি সুখ শান্তির জন্য প্রতিটি বস্তুর দরজা উন্মুক্ত করে দিলাম। (৬ নং সূরাহ্ আন‘আম, আয়াত নং ৪৪, তাফসীর তাবারী ১/৩৯৮) ইবনু জারীর (রহঃ) এবং ‘আদী ইবনু আবী হাতিম (রহঃ)-এরূপ বর্ণনা করেছেন।

فما فوقها-এর দু'টি অর্থ। একটি হলো যে, তার চেয়েও হালকা ও খারাপ জিনিস। যেমন কেউ কোন লোকের কৃপণতা ইত্যাদির কথা বর্ণনা করলে অন্যজন বলে যে, সে আরো ওপরে। তখন ভাবার্থ এই যে, এই দোষে সে আরো নীচে নেমে গেছে। কাসাঈ এবং আবূ আবীদ এটাই বলে থাকেন।

একটি হাদীসে আছে যে, যদি দুনিয়ার কদর মহান আল্লাহর কাছে একটি মশার ডানার সমানও হতো তবে কোন কাফিরকে এক ঢোক পানিও দেয়া হতো না। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, তার চেয়ে বেশি বড়। কেননা মশার চেয়ে ছোট প্রাণী আর কি হতে পারে? কাতাদাহ ইবনু দা'আমার অভিমত এটাই। আর ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) এ অভিমতকে পছন্দ করেন।

সহীহ মুসলিমে আছেঃ

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلاَّ كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ.

'যদি কোন মুসলিমের পায়ে কাঁটা ফুঁড়ে অথবা এর চেয়েও বেশি কিছু হয় তাহলে তার জন্যও তার মর্যাদা বেড়ে যায় এবং পাপ মোচন হয়।' (হাদীস সহীহ। সহীহ মুসলিম ৪/১৯৯১) এ হাদীসেও فَمَا فَوْقَهَا শব্দটি আছে। ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, যেমন এ ছোট-বড় জিনিসগুলো সৃষ্টি করতে মহান আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না, তেমনই সেগুলোকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করতেও তাঁর কোন দ্বিধা ও সংকোচ নেই। কুর'আনুল হাকীমে মহান আল্লাহ এক জায়গায় বলেনঃ

﴿يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوْا لَه اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَّخْلُقُوْا ذُبَابًا وَّ لَوِ اجْتَمَعُوْا لَه وَ اِنْ يَّسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوْبُ﴾

'হে লোকসকল! একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, তোমরা কান লাগিয়ে শোন তোমরা মহান আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় এটাও তারা এর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না; পূজারী ও পূজিত কতোই না দুর্বল!' (২২ নং সূরাহ্ হাজ্জ, আয়াত নং ৭৩) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ۚ اِتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ اِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴾

মহান আল্লাহর পরিবর্তে যারা অপরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে; এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি তারা জানতো। (২৯ নং সূরাহ্ 'আনকাবূত, আয়াত নং ৪১) অন্যত্র মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ

﴿اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِی السَّمَآءِ۲۴ تُؤْتِیْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا١ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۲۵ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةِ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۲۶ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِی الْاٰخِرَةِ١ وَ يُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ١ وَ يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ﴾

তুমি কি লক্ষ্য করো না মহান আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত, যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে এবং মহান আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কু-বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূ-পৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবন ও পরজীবনে মহান আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, মহান আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; মহান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (১৪ নং সূরাহ্ ইবরাহীম, আয়াত নং ২৪-২৭) অন্য স্থানে মহান আল্লাহ সেই ক্রীতদাসের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেনঃ

﴿ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوْكًا لَّا يَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ﴾

মহান আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর ওপর শক্তি রাখে না। (১৬ নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ৭৫) তিনি অন্যত্র বলেনঃ

﴿وَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَاۤ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ وَّ هُوَ كَلٌّ عَلٰی مَوْلٰىهُ١ اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُّ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ١ هَلْ يَسْتَوِیْ هُوَ١ وَ مَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾

মহান আল্লাহ আরো উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির; এদের একজন মূক, কোন কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভালো কিছুই করে আসতে পারে না; সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির মতো যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয়? (১৬ নং সূরাহ্ নাহল, আয়াত নং ৭৬) অন্য জায়গায় ইরশাদ হচ্ছেঃ

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ١ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَآءَ فِیْ مَا رَزَقْنٰكُمْ﴾

মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেনঃ তোমাদেরকে আমি যে রিযক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেউ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? (৩০ নং সূরাহ্ রূম, আয়াত নং ২৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَاءُ مُتَشٰكِسُوْنَ

'মহান আল্লাহ একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছেনঃ এক ব্যক্তি যার মুনিব অনেক যারা পরস্পরের বিরোধী।' (৩৯ নং সূরাহ আয যুমার, আয়াত ২৯) মহান আল্লাহ অন্যত্র আরো বলেনঃ

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ

'এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝে।' (২৯ নং সূরাহ আল 'আনকাবূত, আয়াত-৪৩) কুর'আন মাজীদে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

পূর্ববর্তী কোন একজন বিদ্যান বলেছেনঃ আমি কুর'আন মাজীদের কোন একটি দৃষ্টান্ত শোনার পর তা অনুধাবন করতে না পারলে ক্রন্দন করি। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَآ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ﴾

'এ সব দৃষ্টান্ত আমি মানুষদের জন্য বর্ণনা করছি, কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝে।' (২৯ নং সূরাহ আল 'আনকাবূত, আয়াত-৪৩) কুর'আন মাজীদে এরকম দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ মু'মিনগণ এ কথায় বিশ্বাসী যে, তারা ছোট-বড় যে বিষয়েরই সম্মুখীন হয় তা মহান আল্লাহর তরফ থেকেই হয়ে থাকে এবং মহান আল্লাহ বিশ্বাসীদের সু-পথপ্রদর্শন করেন। (তাফসীর ইবনু আবী হাতিম ১/৯৩)

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ 'অতএব যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে।' কাতাদাহ (রহঃ) বলেন, অত্র অংশে 'তারা জানে' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তারা এটা জানে যে, এ কুর'আন দয়াময় মহান আল্লাহর বাণী এবং তা মহান আল্লাহর নিকট থেকেই আগত। মুজাহিদ, হাসান বাসরী ও রাবী' ইবনু আনাস (রহঃ) থেকে এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

আবুল ‘আলীয়া (রহঃ) বলেন, ‘অতএব যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে’ এবং ‘আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে যে, মহান আল্লাহ কী উদ্দেশে এ উদাহরণ পেশ করেছেন?’ এগুলো সূরাহ মুদ্দাস্সির এ বর্ণিত নিম্নোক্ত কথাগুলোর মতোই। মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿ وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾

‘আমিই কেবল ফিরিশতাগণকে জাহান্নামের তত্বাবধায়ক করেছি। আর তাদের এই সংখ্যাকে কাফিরদের জন্য একটা পরীক্ষা বানিয়ে দিয়েছি কেননা তারা এ কথা বিশ্বাসই করতে পারবে না যে মাত্র ঊনিশ জন ফিরিশতা বিশাল জাহান্নামের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবে। আর যেন কিতাবধারীগণ তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে আর ঈমানদারদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পায় এবং কিতাবধারীগণ ও ঈমানদারগণ যেন কোন রকম সন্দেহের মধ্যে না থাকে। যাদের অন্তরে রোগ আছে তারা আর কাফিররা যাতে বলে উঠে, “এ ধরনের কথা দিয়ে মহান আল্লাহ কী বোঝাতে চেয়েছেন?” এভাবে মহান আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করেন আর যাকে চান সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী কারা এবং এর সংখ্যা কতো সে সম্পর্কে তিনি ছাড়া কেউ জানে না।’ (৭৪ নং সূরাহ আল মুদ্দাসসির, আয়াত ৩১) এভাবে মহান আল্লাহ এখানে বলেছেনঃ

﴿يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ۭ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ﴾

‘তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেন। আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।’

অত্র আয়াতাংশের তাফসীরে সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ), ইবনু মাস‘ঊদ (রাঃ) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ (রাঃ) বলেছেন যে, ‘এভাবে সে অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে’ এর অর্থ হলো মুনাফিক। মহান আল্লাহ মু’মিনদেরকে সঠিক পথপ্রদর্শন করেন এবং আয়াত অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের পথভ্রষ্টতা আরো বাড়িয়ে দেন, যদিও তারা জানে যে, মহান আল্লাহর আয়াত সত্য। আর এটাই হলো মহান আল্লাহ কর্তৃক কাউকে বিপথে চালিত করা। (তাফসীর তাবারী ১/৪০৮)

أَنَّه এখানেও হিদায়াত ও গোমরাহীর বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এর দ্বারা মুনাফিক পথভ্রষ্ট হয় এবং মু’মিন সুপথ প্রাপ্ত হয়। মুনাফিকরা ভ্রান্তির মধ্যে বেড়েই চলে, কেননা এ দৃষ্টান্ত যে সত্য তা জানা সত্ত্বেও তারা একে অবিশ্বাস করে, আর মু’মিন এটা বিশ্বাস করে ঈমান আরো বাড়িয়ে নেয়।

فَاسِقِين-এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘মুনাফিক’। কেউ কেউ এর অর্থ নিয়েছেন ‘কাফির’- যারা জেনে শুনে অস্বীকার করে। সা‘দ (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা খারেজীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

যে ব্যক্তি আনুগত্য হতে বেরিয়ে যায়, ‘আরবী পরিভাষায় তাকে ফাসিক বলা হয়। খোলস সরিয়ে খেজুরের শীষ বের হলে ‘আরবরা فَسَقَت বলে থাকে। ইঁদুর গর্ত থেকে বেরিয়ে ক্ষতি সাধন করতে থাকে বলে তাকেও فُوَيسِقَة বলা হয়। ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِى الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ والحدأة والعقرب وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

‘পাঁচটি প্রাণী ‘ফাসিক।’ কা‘বা ঘরের মধ্যে এবং এর বাইরে এদেরকে হত্যা করা যাবে। এগুলো হচ্ছেঃ ১. কাক, ২. চিল, ৩. বিচ্ছু, ৪. ইঁদুর এবং ৫. কালো কুকুর। (হাদীস সহীহ। সহীহুল বুখারী-৩১৩৬, সহীহ মুসলিম ২/৮৫৬)

সুতরাং কাফির এবং প্রত্যেক অবাধ্য ব্যক্তিই ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কাফিরদের ফাসিকী সবচেয়ে জঘন্য এবং সবচেয়ে খারাপ। আর এ আয়াতে ফাসিকের ভাবার্থ হচ্ছে কাফির। মহান আল্লাহই সবচেয়ে বেশি জানেন। এর বড় দালীল এই যে, একটু পরেই তাদের দোষ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে মহান আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা, যমীনে ঝগড়া-বিবাদ করা, আর কাফিররাই এসব দোষে জড়িত রয়েছে, মু’মিনদের বিশেষণতো এর সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ মু’মিনদের বিশেষণ উল্লেখ করে ঘোষণা করেনঃ

﴿اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰىؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِۙ الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَۙ وَ الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ﴾

‘তোমার রাব্ব হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর যে অন্ধ, তারা উভয়ে কি সমান? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই। যারা মহান আল্লাহকে দেয়া অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আর মহান আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুন্ন রাখে, ভয় করে তাদের রাব্বকে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবেক। (১৩ নং সূরাহ্ রা‘দ, আয়াত নং ১৯-২১) তারপরেই বলা হয়েছেঃ

﴿وَ الَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَ يَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ يُّوْصَلَ وَ يُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِۙ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ﴾

‘যারা মহান আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে মহান আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের জন্য আছে অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস।’ (১৩ নং সূরাহ্ রা‘দ, আয়াত নং ২৫)

অঙ্গীকার নির্ধারণে বিভিন্ন মনিষীগণের উক্তি

অঙ্গীকার হচ্ছে মহান আল্লাহর সম্পূর্ণ নির্দেশ মেনে চলা এবং সমস্ত নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত থাকা। তাকে ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হচ্ছে, তার ওপর ‘আমল না করা। কেউ কেউ বলেন যে, অঙ্গীকার ভঙ্গকারীরা হচ্ছে আহলে কিতাবের কাফির ও মুনাফিরা। অঙ্গীকার হচ্ছে সেটাই যা তাওরাতে তাদের কাছে থেকে নেয়া হয়েছিলো যে, তারা এর সমস্ত কথা মেনে চলবে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আনুগত্য স্বীকার করবে, তাঁর নাবুওয়াতের প্রতি বিশ্বাস করবে এবং তিনি মহান আল্লাহর নিকট হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা সত্য মনে করবে। আর ‘অঙ্গীকার ভঙ্গ করা’ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তারা জেনে-শুনে তাঁর নাবুওয়াত ও আনুগত্য অস্বীকার করেছে এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সেটাকে গোপন রেখেছে, আর পার্থিব স্বার্থের কারণে এর উল্টা করেছে।

কেউ কেউ বলেন যে, এর ভাবার্থ কোন নির্দিষ্ট দলকে বুঝানো হয়নি, বরং সমস্ত কাফির, মুশরিক ও মুনাফিককে বুঝানো হয়েছে। অঙ্গীকারের ভাবার্থ এই যে, মহান আল্লাহর একত্ববাদ এবং তাঁর নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নাবুওয়াতকে স্বীকার করা, যার প্রমাণে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী ও বড় বড় মু‘জিযাহ বিদ্যমান রয়েছে। আর এটা ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে তাওহীদ ও সুন্নাত হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়া এবং অস্বীকার করা। এই কথাটিই বেশি মযবূত ও যুক্তিসঙ্গত। ইমাম যামাখশারীর (রহঃ)-এর মতামতও এদিকেই। তিনি বলেন যে, অঙ্গীকারের অর্থ হচ্ছে মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস করা, যা মানবীয় প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেনঃ

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই?’ (৭ নং সূরাহ আল ‘আ‘রাফ, ১৭২) তখন সবই উত্তর দিয়েছিলো, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু।’ অতঃপর যেসব কিতাব দেয়া হয়েছে তাতেও অঙ্গীকার করানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾

‘তোমরা আমার অঙ্গীকার পুরা করো, আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পুরা করবো।’ (২ নং সূরাহ আল বাকারা, আয়াত-৪০) কেউ কেউ বলেন যে, অঙ্গীকারের ভাবার্থ হচ্ছে সেই অঙ্গীকার যা আত্মাসমূহের নিকট হতে নেয়া হয়েছিলো, যখন তাদেরকে আদম (আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছিলো। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾

‘তোমাদের প্রভু যখন আদম (আঃ)-এর সন্তানদের নিকট অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, আমিই তোমাদের প্রভু এবং তারা সবাই স্বীকার করেছিলেন।’ (৭ নং সূরাহ আল ‘আ‘রাফ, ১৭২) আর একে ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ হচ্ছে একে ছেড়ে দেয়া। এ সমুদয় কথা তাফসীর ইবনু জারীরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

মুনাফিকের লক্ষণ

আবুল ‘আলিয়া (রহঃ) বলেনঃ ‘মহান আল্লাহর অঙ্গীকার ভেঙ্গে দেয়া যা মুনাফিকদের কাজ ছিলো, তা হচ্ছে এই ছয়টি অভ্যাসঃ (১) কথা বলার সময় মিথ্যা বলা, (২) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, (৩) গচ্ছিত বস্তু আত্মসাৎ করা, (৪) মহান আল্লাহর অঙ্গীকার দৃঢ় করণের পর তা ভঙ্গ করা, (৫) যা অবিচ্ছিন্ন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা বিচ্ছিন্ন করা এবং (৬) পৃথিবীতে বিবাদের সৃষ্টি করা। তাদের এই ছয়টি অভ্যাস তখনই প্রকাশ পায় যখন তারা জয়যুক্ত হয়। আর যখন তারা পরাজিত হয় তখন তারা প্রথম তিনটি কাজ করে থাকে।’

সুদ্দী (রহঃ) বলেন যে, কুর’আনের আদেশ ও নিষেধাবলী পড়া, সত্য বলে জানা, তারপর না মানাও ছিলো অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। মহান আল্লাহ যা মিলিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন- এর ভাবার্থ হচ্ছে আত্মীয়তার বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখা এবং আত্মীয়দের হক আদায় করা ইত্যাদি। যেমন কুর’আন মাজীদে এক জায়গায় আছেঃ

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ﴾

‘ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। (৪৭ নং সূরাহ্ মুহাম্মাদ, আয়াত নং ২২, তাফসীর তাবারী ১/৪১৬)

ইমাম ইবনু জারীর (রহঃ) একেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আবার এটাও বলা হয়েছিলো যে, আয়াতটি সাধারণ। যা মিলিত রাখার ও আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তা তারা ছিন্ন করেছিলো এবং আদায় করেনি। خَاسِرُوْنَ-এর অর্থ হচ্ছে আখিরাতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ

﴿أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

“তাদের ওপর হবে লা‘নত এবং তাদের পরিণাম হবে খারাপ।” (১৩ নং সূরাহ্ রা‘দ, আয়াত নং ২৫)

‘ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া’ কী

ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুর’আন মাজীদে মুসলিম ছাড়া অন্যদেরকে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে ভাবার্থ হবে কাফির এবং যেখানে মুসলিমকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে সেখানে অর্থ হবে পাপী। আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ

﴿أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ﴾

তাদের জন্য অভিসম্পাত এবং আছে মন্দ আবাস। (১৩ নং সূরাহ্ রা‘দ, আয়াত নং ২৫)

خَاسِرُوْنَ শব্দটি خَاسِرٌ-এর বহুবচন। জনগণ প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে এবং দুনিয়ার মোহে পড়ে মহান আল্লাহর রহমত হতে সরে গেছে বলে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা হয়েছে। মুনাফিক ও কাফির ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মতোই। যখন মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের খুবই প্রয়োজন হবে অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। সেই দিন এরা মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত থাকবে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ছোট-বড় সব কিছু আল্লাহ তা‘আলার সৃষ্টি। তাই তিনি যেকোন সৃষ্টি দ্বারা উপমা দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

২. কুরআন দ্বারা কেবল মু’মিনরা উপকৃত হয়, আর কুরআন কাফিরদের ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করে না।

৩. কিছু কিছু অবাধ্য কর্ম আছে যা ইসলাম থেকে বের করে দেয়; সেগুলো থেকে আমাদের সাবধান থাকতে হবে।

৪. এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলার একটি পবিত্র সিফাত বা গুণ সাব্যস্ত হয় যে, “আল্লাহ তা‘আলা লজ্জাবোধ করেন”। আমরা আল্লাহ তা‘আলার এ সিফাত বা গুণ অবশ্যই তাঁর জন্য সাব্যস্ত করব যেহেতু তা কুরআনে এসেছে। তবে কোন মাখলুকের সাথে সাদৃশ্য করব না এবং কোন ধরণও জিজ্ঞাসা করব না, বরং মহান আল্লাহর জন্য যেমন শোভা পায় তেমনই বিশ্বাস করব।